ইন্টারনেট-এ আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার

১৮ই জুন, ২০০২

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক তার ৩০শে অক্টোবর, ২০০০-এর সার্কুলার এ.পি.(ডি.আই.আর.সিরিজ) নং ১৯-এর ৩নং প্যারাগ্রাফে দেখিয়েছে যে ক্রেডিট কার্ড, এ.টি.এম.কার্ড ও ডেবিট কার্ড, অর্থ প্রদানের একটি ভিন্ন প্রণালী হওয়ার দরুণ, ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৯৯ (এফ.ই.এম.এ.)-র খাতে জারি করা সমস্ত নিয়ম/নিয়ন্ত্রণ ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড ও এ.টি.এম. কার্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কবে।

ইন্টারনেট-এ আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের অনুমোদিত নিয়ম পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে, পরিষ্কার করা হচ্ছে যে :

(ক) ইন্টারনেট-এ, ভারতবর্ষের অনুমোদিত ডিলারের কাছে বিনিময় ক্রয় করা যায় এমন যে কোনও উদ্দ্যেশে, আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন, পুস্তক আমদানি, ডাইনলোড করা যায় এমন সফটওয়ার ক্রয় অথবা একজিম পলিসিতে অনুমতি প্রাপ্ত অন্য যে কোনও বস্তু।

(খ) নিষিদ্ধ বস্তু ক্রয়ের জন্য, যেমন লটারীর টিকিট ক্রয়, নিষিদ্ধ বা বেআইনি ম্যাগাজিন, সুইপস্টেকস-এ অংশগ্রহণ, কল-ব্যাক পরিষেবার অর্থ প্রদান ইত্যাদি, ইন্টারনেট বা অন্যভাবে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা **যাবে না**, কারণ এই ধরণের বস্তু/কার্যকলাপের জন্য বিদেশী মুদ্রা বিনিময় অনুমোদিত নয়।

(গ) ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের কোনও থোক টাকার সীমারেখা আলাদা করে নির্দিষ্ট করা নেই।

এও পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে যে ডেবিট কার্ড ও এ.টি.এম. কার্ডও ভারতের অনুমোদিত ডিলারদের কাছ থেকে বিদেশী মুদ্রা বিনিময় ক্রয় করা যায় এমন যে কোনও উদ্দ্যেশে ব্যবহার করা যাবে।

অনুমোদিত ডিলাররা ভারতবর্ষ থেকে করা রপ্তানির অর্থও ক্রেডিট কার্ডে ডেবিট করে গ্রহণ করতে অনুমতি প্রাপ্ত। এই উদ্দ্যেশের নির্দেশিকা রিজার্ভ ব্যাংক আলাদা করে প্রকাশ করছে।

অজিত প্রসাদ
ম্যানেজার

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: 2001-2002/1392